ইউনিয়ন পরিষদের সেবা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি-১৪১, সড়ক-১২, ব্লক-ই, বনানী
ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সার্বিক সংকলন ও সম্পাদনায়:
মো. হাবিবুর রহমান, ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

সম্পাদনা সহযোগী:
মোরশেদা আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

বিষয় ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন:
সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো আ.ব.ম রাশেদুজ্জামান, মোহাম্মদ হোসেন, মো. গোলাম মোস্তফা এবং মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ

প্রকাশ: জুলাই ২০১১

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি- ১৪১, সড়ক- ১২, ব্লক- ই, বনানী
ঢাকা- ১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮-০২-৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অন্যতম কারণ একদিকে তথ্যের অবাধ প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা ও অন্যদিকে সাধারণ জনগণের অনেকেরই মৌলিক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য এবং আইন ও বিধি অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণার ঘাটতি। এ প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্থানীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

টিআইবি এর সহযোগিতায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সনাক তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক (Advice and Information Desk, AI-Desk) কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে বিনামূল্যে তথ্য ও পরামর্শ সেবা দিয়ে অধিকার সচেতন ও ক্ষমতায়ন করে তোলার কাজ করছে। এ কাজের অংশ হিসেবে এ তথ্যপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্যপত্র কোনো গবেষণা প্রতিবেদন নয়। এটি মূলত কোনো চলমান বিষয় ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন-উত্তর আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা ইত্যাদি জনগণকে কী অধিকার দিয়েছে এ বিষয়েও প্রশ্ন-উত্তর আকারে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যপত্রের উল্লিখিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যার সাথে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনের সাথে তারতম্য হলে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেহেতু তথ্যপত্রে তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সকল বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাই কোনো আইনী প্রক্রিয়ায় যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই মূল আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট ও প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

বর্তমান সংস্করণটিতে উল্লিখিত তথ্যসমূহ জুন ২০১১ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট, প্রজ্ঞাপন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণটির সংশোধনের জন্য সম্মানিত পাঠক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যপত্রটি জনগণের ক্ষমতায়নে এবং সেবাপ্রাপ্তিতে দুর্নীতি ও হয়রানি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

ইউনিয়ন পরিষদের সেবা

যে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে

১. প্রশ্ন: ইউনিয়নের গঠন কীরূপ ?.....১
২. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদ কী ?.....১
৩. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদ কাদের নিয়ে গঠিত হয় ?.....১
৪. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ কতদিন ?.....১
৫. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী কত জন ?.....১
৬. প্রশ্ন: পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য হতে কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে ?.....১
৭. প্রশ্ন: কী কী কারণে চেয়ারম্যান এবং মেম্বর পদে প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারবে না ?.....১
৮. প্রশ্ন: নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কত দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করতে হবে ?.....২
৯. প্রশ্ন: কত দিনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ?.....২
১০. প্রশ্ন: ৫ বছরের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন না হলে কী হবে ?.....২
১১. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আইন লঙ্ঘন করলে কী ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা আছে ?.....২
১২. প্রশ্ন: চেয়ারম্যান বা সদস্যের অযোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা হলফনামা দাখিল করলে কী ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে ?..... ৩
১৩. প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি একই সাথে চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারবেন কি ?..... ৩
১৪. প্রশ্ন: চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে কোনো সদস্য কি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন ?..... ৩
১৫. প্রশ্ন: একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার পরিষদের এবং জাতীয় সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারা যাবে কি ?..... ৩
১৬. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান কার নিকট পদত্যাগ করবেন ?..... ৩
১৭. প্রশ্ন: প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রক্রিয়া কি ?..... ৩
১৮. প্রশ্ন: প্যানেল চেয়ারম্যান কখন এবং কীভাবে কাজ করবে ?..... ৩
১৯. প্রশ্ন: কী কী কারণে চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা পরিষদ থেকে অপসারিত হতে পারেন?..... ৩
২০. প্রশ্ন: চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদ শূন্য হলে কত দিনের মধ্যে তা পূরণ করতে হবে ?..... ৪
২১. প্রশ্ন: চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্পত্তির বিবরণ দাখিলের বিধান আছে কি ?..... ৪
২২. প্রশ্ন: পরিষদে কতটি স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে ?..... ৪
২৩. প্রশ্ন: স্থায়ী কমিটির কাজ কী?..... ৫
২৪. প্রশ্ন: স্থায়ী কমিটিতে কতজন সদস্য থাকবে?..... ৫
২৫. প্রশ্ন: স্থায়ী কমিটির সদস্য কে হবেন?..... ৫
২৬. প্রশ্ন: স্থায়ী কমিটি কতদিন অন্তর সভা আহ্বান করবে?..... ৫
২৭. প্রশ্ন: স্থায়ী কমিটির সুপারিশ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে?..... ৫
২৮. প্রশ্ন: কোন কোন কারণে স্থায়ী কমিটি ভেঙ্গে যেতে পারে?..... ৫
২৯. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা কার উপর ন্যস্ত?..... ৫
৩০. প্রশ্ন: পরিষদের চেয়ারম্যান কী কী দায়িত্ব পালন করবেন?..... ৫
৩১. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কার্যাবলি কী কী?.....৬
৩২. প্রশ্ন: সংরক্ষিত নারী সদস্যদের ভূমিকা কী ?..... ৮
৩৩. প্রশ্ন: পরিষদের সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব কী ?..... ৮
৩৪. প্রশ্ন: সচিবের দায়িত্ব কী ?..... ৮
৩৫. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভা কী ?.....৯
৩৬. প্রশ্ন: বছরে কয়টি ওয়ার্ড সভা করতে হয় ?.....৯
৩৭. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠানের বিষয়টি কে নিশ্চিত করবে ?.....৯
৩৮. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভার সভাপতি কে হবেন ?.....৯
৩৯. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভার উপদেষ্টা কে হবেন ?.....৯
৪০. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভায় কী করা হয় ?.....৯
৪১. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভার কার্যাবলী কী ?.....৯
৪২. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভায় ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের কাজ কী ?.....১০
৪৩. উপ-কমিটি কী ?.....১০
৪৪. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভার সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হবে ?..... ১১
৪৫. প্রশ্ন: কীভাবে উপকারভোগী নির্বাচন করা হবে ?..... ১১

৪৬. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভার দায়িত্ব কী ? ১১
৪৭. প্রশ্ন: পরিষদের তহবিল কীভাবে গঠিত হয় ? ১১
৪৮. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎসগুলো কী কী ? ১২
৪৯. প্রশ্ন: পরিষদের কোন ব্যয় দায়মুক্ত ব্যয় ? ১২
৫০. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট ও অন্যান্য প্রাপ্ত উৎস থেকে আয় বলতে কি বুঝানো হয়েছে ? ১২
৫১. প্রশ্ন: বাজেট প্রণয়ন বিধি কী ? ১৩
৫২. প্রশ্ন: পরিষদ কি প্রতি বছর বার্ষিক, আর্থিক এবং প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ? ১৩
৫৩. প্রশ্ন: প্রতিবেদন প্রকাশ না করলে কি হবে ? ১৩
৫৪. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সেবা এবং ফির তালিকা কী কী ? ১৩
৫৫. প্রশ্ন: বিভিন্ন ত্রাণ বা ভাতার পরিমাণ কত টাকা ? ১৪

ইউনিয়ন পরিষদের সেবা

১. প্রশ্ন: ইউনিয়নের গঠন কীরূপ ?

উত্তর: কয়েকটি গ্রাম কিংবা সংলগ্ন মৌজা বা গ্রামের সম্মিলনে ১টি ওয়ার্ড এবং ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং জনসংখ্যার বিন্যাস ও প্রশাসনিক সুবিধাদি বিবেচনা করা হয়।

২. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদ কী ?

উত্তর: ইউনিয়ন পরিষদ হলো গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। সাধারণভাবে বলা যায়, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ এ ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিষদ যারা স্থানীয়ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

৩. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদ কাদের নিয়ে গঠিত হয় ?

উত্তর: ১ জন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় যাদের মধ্যে ৯ জন সাধারণ সদস্য ও ৩ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান ও সদস্যরা নির্বাচিত হয়।

৪. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ কতদিন ?

উত্তর: ৫ বছর। কোনো পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগন নির্বাচিত হবার পরে তাদের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে ৫ বছর সময় পর্যন্ত উপরোক্ত ব্যক্তিগণ উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৫. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী কত জন ?

উত্তর: প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ ১ জন সচিব ও ১ জন হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর সমন্বয়ে গঠিত। ইউনিয়ন পরিষদ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করতে পারবে। যেমন: দফাদার, চৌকিদার ও কর আদায়কারী ইত্যাদি।

৬. প্রশ্ন: পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য হতে কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে ?

উত্তর: পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য হতে হলে নিম্নের যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে:

- বাংলাদেশের নাগরিক,
- নূন্যতমপক্ষে বয়স ২৫ বছর,
- সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের যে কোনো ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তার নামের অন্তর্ভুক্তি, এবং
- সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নাগরিক হতে হবে।

৭. প্রশ্ন: কী কী কারণে চেয়ারম্যান এবং মেম্বর পদে প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারবে না ?

উত্তর: যে সকল কারণে একজন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা মেম্বার পদে প্রার্থী হবে পারবেন না অথবা যে সকল কারণে চেয়ারম্যান বা মেম্বার পদে বহাল থাকতে পারবেন না তার উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারালে বা পরিত্যাগ করলে,
- অপ্রকৃতিস্থ হলে,
- আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে বা দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় থেকে অব্যহতি লাভ না করলে
- নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন ২ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে এবং তার মুক্তি লাভের পর ৫ বছর কাল অতিবাহিত না হয়ে থাকলে,
- প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকলে,
- জাতীয় সংসদের সদস্য কিংবা অন্যকোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হলে,
- ব্যক্তি বা তার পরিবারের কেউ উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ঠিকাদার বা ডিলার হলে,
- মনোনায়নপত্র জমাদানের তারিখে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকলে,
- পরিষদের নিকট কোনো আর্থিক দায়-দেনা থাকলে,
- পরিষদের তহবিল তছরূপের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হলে,
- কোনো সরকারি বা আধা সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি ইত্যাদি হতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধে চাকুরিচ্যুত হয়ে ৫ বছর অতিক্রম না করলে,
- বিগত ৫ বছরের মধ্যে যে কোনো সময়ে দণ্ডবিধি ধারা ১৮৯ ও ১৯২, ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ এবং ৩৫৩, এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হলে,
- আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসেবে ঘোষিত হলে, এবং
- জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হলে।

৮. প্রশ্ন: নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কত দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করতে হবে ?

উত্তর: সরকার কর্তৃক গেজেট প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান এবং সকল সদস্য শপথ গ্রহণ করবে।

৯. প্রশ্ন: কত দিনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ?

উত্তর: সাধারণ নির্বাচন সংগটিত হওয়ার তারিখ হইতে ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

১০. প্রশ্ন: ৫ বছরের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন না হলে কী হবে ?

উত্তর: সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট পরিষদকে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কিংবা ৯০ দিন পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ক্ষমতা প্রদান করবে।

১১. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আইন লঙ্ঘন করলে কী ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা আছে ?

উত্তর: ক. নির্বাচনে দূর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ করলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন,

খ. নির্বাচনী অপরাধ করলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস এবং অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন, এবং

গ. আচরণ বিধির কোনো বিধান লংঘন করলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১২. প্রশ্ন: চেয়ারম্যান বা সদস্যের অযোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা হলফনামা দাখিল করলে কী ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে ?

উত্তর: কোনো চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য এই বিষয়ে মিথ্যা হলফনামা দাখিল করলে উক্ত ব্যক্তির ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত মেয়াদে কারাদণ্ড অথবা ১০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে।

১৩. প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি একই সাথে চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারবেন কি ?

উত্তর: না। কোনো ব্যক্তি একই সাথে চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। যদি কোনো ব্যক্তি একই সাথে কোনো পরিষদের একাধিক পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করলে তার উভয় মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৪. প্রশ্ন: চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে কোনো সদস্য কি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন ?

উত্তর: হ্যাঁ। পরিষদের মেয়াদকালে কোনো কারণে চেয়ারম্যান পদ শূন্য হলে পরিষদের যে কোনো সদস্য উক্ত পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। তবে উক্ত সদস্যকে স্বীয় পদ ছেড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

১৫. প্রশ্ন: একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার পরিষদের এবং জাতীয় সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারা যাবে কি ?

উত্তর: না।

১৬. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান কার নিকট পদত্যাগ করবেন ?

উত্তর: কোনো সদস্য পরিষদের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর লিখিত পদত্যাগ পত্র দিবেন। তবে সদস্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি ৭ কর্মদিবসের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানাতে হবে। চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্মকর্তা ৭ দিনের মধ্যে পরিষদ, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারকে অবিহিত করবেন।

১৭. প্রশ্ন: প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রক্রিয়া কি ?

উত্তর: পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভায় অগ্রাধিকারক্রমে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচন করবে। সদস্যরা তাদের নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচন করবেন। তবে ৩ সদস্যের মধ্যে ১ জন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন।

১৮. প্রশ্ন: প্যানেল চেয়ারম্যান কখন এবং কীভাবে কাজ করবে ?

উত্তর: অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাজনিত বা অন্য যে কোনো কারণে চেয়ারম্যান যদি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ না হয় তাহলে প্যানেল হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এক জন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যদিকে পদত্যাগ, অপসরণ বা মৃত্যুজনিত কারণে চেয়ারম্যান পদ শূন্য হলে নির্বাচিত নতুন চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্যানেল হতে অগ্রাধিকারক্রমে এক জন সদস্য উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

১৯. প্রশ্ন: কী কী কারণে চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা পরিষদ থেকে অপসারিত হতে পারেন?

উত্তর: নিম্নোক্ত কারণে একজন চেয়ারম্যান বা সদস্য অপসারিত হতে পারেন:

- ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে অথবা অপরাধ আদালত কর্তৃক আমলে নিলে,
- যুক্তিসম্মত কারণ ব্যতীত পরিষদের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে,
- পরিষদ বা রাষ্ট্রের স্বার্থের হানিকর কোনো কার্যকলাপে সম্পৃক্ত থাকলে,

- দুর্নীতি বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হলে,
- দায়িত্ব পালনে অস্বীকার বা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে কর্তব্যসম্পাদনে অক্ষম হলে,
- ক্ষমতার অপব্যবহার বা পরিষদের কোনো অর্থ বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন বা আত্মসাতের বা অপপ্রয়োগের জন্য দায়ী হলে,
- বার্ষিক ১২ টি সভার মধ্যে ন্যূনতম ৯টি সভা যোক্তিক কারণ ব্যতীত অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলে,
- নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করলে বা দাখিলকৃত হিসাবে অসত্য তথ্য প্রদান করলে,
- বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করলে, এবং
- অনুমতিক্রমে দেশ ত্যাগ করে বিদেশে অননুমোদিতভাবে অবস্থান করলে।

২০. প্রশ্ন: চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদ শূন্য হলে কত দিনের মধ্যে তা পূরণ করতে হবে ?

উত্তর: চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্যের পদ শূন্য হলে তা ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ করতে হবে। তবে দৈব দুর্বিপাক জনিত কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের জন্য সুবিধাজনক তারিখ নির্ধারণ করতে পারবে।

২১. প্রশ্ন: চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্পত্তির বিবরণ দাখিলের বিধান আছে কি ?

উত্তর: হ্যাঁ। চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা পরিষদে যোগদানের পূর্বে তার বা স্বীয় পরিবারের সদস্যদের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এরূপ যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ সরকারের নিকট দাখিল করবে।

২২. প্রশ্ন: পরিষদে কতটি স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে ?

উত্তর: ১৩টি। তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে জেলা প্রশাসকের (ডিসি) অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত কমিটি গঠন করা যাবে। কমিটিগুলো হলো:

ক. অর্থ ও সংস্থাপন,
খ. হিসাব নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ,
গ. কর নিরূপণ ও আদায়,
ঘ. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা,
ঙ. কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ,
চ. পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি,
ছ. আইন শৃংখলা রক্ষা,
জ. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন,
ঝ. স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন,
ঞ. সমাজকল্যাণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা,
ট. পরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপন,
ঠ. পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশুকল্যাণ (পার্বত্য চট্টগ্রামের আধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য নয়), এবং
ড. সংস্কৃতি ও খেলাধুলা।

২৩. প্রশ্ন: স্থায়ী কমিটির কাজ কী?

উত্তর: স্থায়ী কমিটির কাজ নিম্নরূপ:

- পরিষদের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের নিমিত্তে উপরোক্ত বিষয়ে স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিটি স্থায়ী কমিটি দুই মাসে একটি সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে,
- কমিটির সিদ্ধান্তগুলো রেজুলেশন আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে, এবং
- উল্লেখ্য যে এই সিদ্ধান্ত পরিষদের সাধারণ সভায় উপস্থাপন এবং পাসের পরে কার্যকারী বলে গণ্য হবে।

২৪. প্রশ্ন: স্থায়ী কমিটিতে কতজন সদস্য থাকবে?

উত্তর: ৫-৭ সদস্য।

২৫. প্রশ্ন: স্থায়ী কমিটির সদস্য কে হবেন?

উত্তর: ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হবেন। তবে চেয়ারম্যান আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটি ব্যতীত কোনো কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না। কো-প্ট সদস্য সভাপতি হতে পারবেন না। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ কমিটির সভাপতি হবেন।

২৬. প্রশ্ন: স্থায়ী কমিটি কতদিন অন্তর সভা আহ্বান করবে?

উত্তর: কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রতি দুই মাস অন্তর সভায় মিলিত হবেন। তবে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সভা আহ্বান করতে পারবেন।

২৭. প্রশ্ন: স্থায়ী কমিটির সুপারিশ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে?

উত্তর: স্থায়ী কমিটির সুপারিশ ইউনিয়ন পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে। উল্লেখ্য যে, কোনো সুপারিশ গৃহীত না হলে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান পূর্বক তা লিখিতভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাতে হবে।

২৮. প্রশ্ন: কোন কোন কারণে স্থায়ী কমিটি ভেঙ্গে যেতে পারে?

উত্তর: নিয়মিত সভা আহ্বান না করলে, ক্রমাগতভাবে পরিষদকে পরামর্শ প্রদানে ব্যর্থ হলে অথবা আইন বহির্ভূত কাজ করলে।

২৯. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা কার উপর ন্যস্ত?

উত্তর: চেয়ারম্যান।

৩০. প্রশ্ন: পরিষদের চেয়ারম্যান কী কী দায়িত্ব পালন করবেন?

উত্তর: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিম্নরূপ:

- পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভা পরিচালনা,
- কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের কাজকর্ম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত,
- সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমা পর্যন্ত ব্যয় নির্বাহ,
- তার বা পরিষদের সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিষদের সকল আয় ব্যয়ের হিসাব পরিচালনা,

- পরিষদের ব্যয় পরিশোধ বা পাওনা আদায়ের জন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ক্ষমতা প্রদান,
- ইউনিয়ন পরিষদ আইনের অধীন সকল বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুত,
- ইউনিয়ন পরিষদ আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা বা দায়িত্ব পালন,
- জনস্বার্থ বা জনগুরুত্বপূর্ণ কোন জরুরি কাজ সম্পাদনের নির্দেশ,
- গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে পরিষদের পরবর্তী সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন যা সর্বসম্মতি ক্রমে অনুমোদিত হতে হবে, এবং
- পরিষদের সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারী ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করণ।

৩১. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কার্যাবলি কী কী?

উত্তর: পরিষদের প্রধান কার্যাদি নিম্নরূপ:

- প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষয়াদি,
- জনশৃঙ্খলা রক্ষা
- জনকল্যাণমূলক কার্জ সম্পর্কিত সেবা, এবং
- স্থানীয় অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

এই কার্যগুলোকে বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

বাধ্যতামূলক কার্যক্রম

- আইন - শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনকে সহযোগিতা করণ,
- অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও চোরাচালান রোধ ব্যবস্থা গ্রহণ,
- কৃষি, বন, মৎস্য, গবাদিপশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটিরশিল্প, যোগাযোগ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি
  বাস্তবায়ন,।
- ঈরিবার - পরিকল্পনা কর্মসূচি, পুষ্টি ও টিকাদানসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন,
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন,
- স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও সম্পদের সদ্ব্যবহার,
- সরকারি সম্পত্তি, যেমন: সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন, বিদ্যুৎ লাইন প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ,
- ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা পূর্বক তদ্‌সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের নিকট সুপারিশ করণ,
- স্যানিটারি পায়খানা স্থাপনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি,
- ইউনিয়নাধীন জন্ম-মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক ও দুস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ড করাসহ সকল প্রকার শুমারি পরিচালনা, এবং
- ভিজিডি/ ভিজিএফ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঐচ্ছিক কার্যক্রম

- জনপথ এবং রাস্তা নির্মাণ ও সংরক্ষণ,
- জনগণের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থান, মাঠ, উদ্যান ও খেলাধুলার জন্য স্থানের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ,
- পথ, রাস্তা ও জনগণের ব্যবহৃত স্থানে আলোর ব্যবস্থা,
- জনগণের ব্যবহৃত পথ ও রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ,
- কবরস্থান, শ্মশানঘাট, জনসম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ,
- জন পথ, রাস্তা, নির্ধারিত স্থানে উৎপাত বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ,
- ইউনিয়নের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন ও পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ,
- আবর্জনা ও ময়লা অপসারণ এবং রাস্তা ঝাড়ু দেয়ার ব্যবস্থা,
- বিপদজনক ও ক্ষতিকর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ,
- জীবজন্তুর মৃতদেহ অপসারণ,
- পশুজবাই নিয়ন্ত্রণ,
- দালান-কোঠা নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ,
- বিপদজনক দালান-কোঠা ও কাঠামো নিয়ন্ত্রণ,
- পানীয় জলের জন্য কূপ, পানির পাম্প, পুকুর এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ,
- পানীয় জলের উৎস যাতে দূষিত না হয় তদ্‌লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ,
- জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কূপ, পুকুর বা অন্য কোনো পানীয় উৎসের ব্যবহার বন্ধ করা
- জনগণের জন্য ব্যবহৃত কূপ, পুকুর ও অন্যান্য উৎসে পশু ধৌত বন্ধ করা,
- পুকুর বা জল সরবরাহের উৎসে পাট, শন, দড়ি ডুবানোর ব্যবহার বন্ধ করা,
- আবাসিক এলাকায় কাপড় রং করা বা চামড়া পরিষ্কার বন্ধ করা,
- আবাসিক এলাকায় মাটি খোড়া বা পাথর কাটা বন্ধ করা,
- আবাসিক এলাকায় ইটখোলা, মৃৎশিল্প বা অন্যান্য চুল্লি ব্যবহার নিষিদ্ধ করণ,
- গরু, ছাগল ও অন্যান্য পশু বিক্রয়ের জন্য স্বেচ্ছামূলক নিবন্ধনের রেজিস্ট্রি গ্রহণ
- মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা,
- জাতীয় উৎসব পালন,
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন: আগুন, বন্যা, ঝড়বৃষ্টি ও ভূমিকম্পের জন্য ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করণ,
- বিধবা, অনাথ, গরীব ও দুস্থদের ত্রাণের ব্যবস্থা করা,
- জনসাধারণের জন্য খেলাধুলা ও ক্রীড়ার উন্নতি সাধন,
- কমিউনিটি ও সমবায় সমিতির উন্নতিসাধন,
- কৃষি, শিল্প, কুটিরশিল্প, বন, পশুসম্পদ ও মৎস্যসম্পদের উন্নতিসাধন,
- খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ,
- পরিবেশ উন্নতির ব্যবস্থা করা,
- খোয়াড় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,
- প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থাকরণ,

- গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের ব্যবস্থা করণ
- ইউনিয়ন পরিষদের কাজের সাথে সঙ্গতিমূলক অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা, এবং
- উপজেলা পরিষদের পরিচালনায় শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

৩২. প্রশ্ন: সংরক্ষিত নারী সদস্যদের ভূমিকা কী ?

উত্তর: সংরক্ষিত নারী সদস্যদের ভূমিকা নিম্নরূপ:

- ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের (টি আর, কাবিখা, থোক বরাদ্দ ও অন্যান্য) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে এক তৃতীয়াংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মহিলা আসনের সদস্যকে অর্পণ,
- দুস্থ নারীদের তালিকা প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন,
- নিজ ওয়ার্ডের সমস্যা ইউনিয়ন পরিষদের সভায় উপস্থাপন,
- দুর্যোগকালে ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ,
- ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক রাস্তা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, এবং
- স্ব স্ব এলাকার বৃদ্ধদের তালিকা প্রস্তুত করণ।

৩৩. প্রশ্ন: পরিষদের সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব কী ?

উত্তর: পরিষদ সদস্যবৃন্দের দায়িত্ব নিম্নরূপ:

- নিজ ওয়ার্ডে আইন - শৃঙ্খলা রক্ষা,
- মাসিক সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে মতামত প্রদান,
- উন্নয়ন প্রকল্পে পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তির জন্য স্ব স্ব ওয়ার্ডে উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা প্রস্তুত করণ,
- বাজেট প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন,
- নিজ ওয়ার্ডের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান, এবং
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি ও ত্রান বিতরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৩৪. প্রশ্ন: সচিবের দায়িত্ব কী ?

উত্তর: ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করেন:

- যাবতীয় নথি সংরক্ষন,
- অফিস ব্যবস্থাপনা,
- পরিষদের পক্ষে বিভিন্ন যোগাযোগ রক্ষা,
- বিভিন্ন কর, রেট, ফিস এবং টোল আদায়,
- হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ,
- সম্পত্তির হিসাব রক্ষা, এবং
- ইউনিয়ন পরিষদ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন।

৩৫. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভা কী ?

উত্তর: ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড সভা গঠন করতে হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে ওয়ার্ড সভা গঠিত হয়।

৩৬. প্রশ্ন: বছরে কয়টি ওয়ার্ড সভা করতে হয় ?

উত্তর: ২ (দুই) টি।

৩৭. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠানের বিষয়টি কে নিশ্চিত করবে ?

উত্তর: চেয়ারম্যান।

৩৮. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভার সভাপতি কে হবেন ?

উত্তর: সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

৩৯. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভার উপদেষ্টা কে হবেন ?

উত্তর: সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য।

৪০. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভায় কী করা হয় ?

উত্তর: ওয়ার্ড সভায় ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়। বার্ষিক সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য বিগত বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ ওয়ার্ডের চলমান সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ওয়ার্ড সভার কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে ওয়ার্ড সদস্য এবং পরিষদের চেয়ারম্যান তার যৌক্তিকতা উক্ত সভায় উপস্থাপন করবেন।

৪১. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভার কার্যাবলী কী ?

উত্তর: ওয়ার্ড সভায় সম্পাদিত মূল কার্যাদি নিম্নরূপ:

ক. ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণে সহায়তা প্রদান,
খ. ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নযোগ্য স্কীম ও উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকার নিরূপণ,
গ. নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির উপকারভোগীদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তও,
ঘ. উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান,
ঙ. স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তাকরণ,
চ. রাস্তার বাতি, নিরাপদ পানির উৎস ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্য ইউনিট, সেচ সুবিধাদি এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প স্থান বা এলাকা নির্ধারণের জন্য পরিষদকে পরামর্শ প্রদান,
ছ. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ দূষণ রোধ, দুর্নীতিসহ অন্যান্য সামাজিক অপকর্মের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করণ,
জ. ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেনি ও পেশার লোকের মধ্যে ঐক্য ও সুসম্পর্ক করা, সংগঠন তৈরী এবং বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন,

ঝ. ওয়ার্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত উপকারভোগী শ্রেনি বা গোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ, তদারক ও সহায়তা প্রদান,

ঞ. সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচিভুক্ত (যেমন, বয়স্কভাতা, ভর্তূকি, ইত্যাদি) ব্যক্তিদের তালিকা যাচাই করা,

ট. ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় বাস্তবায়নযোগ্য কাজের প্রাক্কলন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ,

ঠ. সম্পাদিতব্য কাজ ও সেবাসমূহের বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ,

ড. পরিষদ কর্তৃক ওয়ার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের যৌক্তিকতাসমূহ অবহিত করণ,

ঢ. ওয়ার্ড সভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান,

ণ. জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষত বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে সক্রিয় সহযোগিতা, স্যানিটেশন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান,

ত. ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, রাস্তা আলোকিতকরণ ও অন্যান্য সেবা প্রদানে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ চিহ্নিত করণ এবং উহা দূরীকরণের ব্যবস্থা,

থ. ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন,

দ. যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ ও এসিড নিক্ষেপ ও মাদকাসক্তের সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা,

ধ. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান,

ন. আত্ম-কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করণ,

প. সরকার বা পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন,

ফ. ওয়ার্ড সভা ইহার সাধারণ বা বিশেষ সভার বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা,

ব. বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের বাজেট বিভাজন, কর্মপরিকল্পনা, খাতভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, প্রাক্কলন, সম্পাদিত ও সম্পাদিতব্য কাজের মালামাল ক্রয় বাবদ অর্থ ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ওয়ার্ডের উন্মুক্ত দর্শনীয় স্থানে বোর্ডে লিখে টাঙ্গিয়ে দেওয়া, এবং

ভ. ওয়ার্ড সভায় অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন ও আলোচনা এবং এই বিষয়ে সভার মতামত ও সুপারিশ পরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা।

৪২. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভায় ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের কাজ কী ?

উত্তর: ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ওয়ার্ড সভার কার্যবিবরণী তৈরি ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ রেকর্ড করবেন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী পরিষদ ও ওয়ার্ড সভায় উপস্থাপন করবেন।

৪৩. উপ-কমিটি কী ?

উত্তর: ওয়ার্ড সভা কোনো সাধারণ বা বিশেষ কার্যা সম্পাদন করার জন্য এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে। উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ (দশ) জনের অধিক হবে না এবং তন্মধ্যে অন্যূন ৩ (তিন) জন মহিলা হবেন।

৪৪. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভার সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হবে ?

উত্তর: সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে ওয়ার্ড সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তবে যতদূর সম্ভব সাধারণ ঐকমতে এবং সভায় উপস্থিত মহিলাদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিৎ।

৪৫. প্রশ্ন: কীভাবে উপকারভোগী নির্বাচন করা হবে ?

উত্তর: ওয়ার্ড সভা বিজ্ঞপ্তি আহ্বানের মাধ্যমে সম্ভাব্য উপকারভোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ তদন্ত করে যাচাই -বাছাইয়ের জন্য সভায় উপস্থাপন করবে। সভায় যাচাই বাছাইয়ের পর নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে উপকারভোগীদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত এবং তা পরিষদের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হবে। কোনোরূপ অনিয়ম প্রমাণিত না হলে পরিষদ ওয়ার্ড সভা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও প্রেরিত অগ্রাধিকার তালিকা পরিবর্তন করতে পারবে না।

৪৬. প্রশ্ন: ওয়ার্ড সভার দায়িত্ব কী ?

উত্তর: ওয়ার্ড সভা নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবে:

ক. ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অন্যান্য তথ্য সরবরাহ,

খ. কৃষি, মৎস্য, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ, যুব উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ,

গ. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনসহ অত্যাবশ্যকীয় আর্থ-সামাজিক উপাত্ত সংগ্রহ,

ঘ. বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখা,

ঙ. নারী ও শিশু নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার এবং যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও এসিড নিক্ষেপ নিরোধ কার্যক্রম, দুর্নীতিসহ অন্যান্য সামাজিক অপকর্মের বিরূদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি,

চ. ওয়ার্ডের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সামাজিক সম্প্রীতি তৈরী,

ছ. জনগণকে কর, ফি, রেইট, ইত্যাদিসহ বিভিন্ন প্রকার ঋণ পরিশোধের জন্য উদ্বুদ্ধ করণ,

জ. স্থানীয় সম্পদের সংগ্রহ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পরিষদের সম্পদের উন্নয়নে সহায়তা করণ,

ঝ. স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক ও অন্যান্য সমাজগঠনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং সংগঠন তৈরিতে সহায়তা,

ঞ. মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি ভিত্তিতে করণীয় নির্ধারণ,

ট. ওয়ার্ড সভার কার্যাবলি সম্পর্কে পরিষদকে রিপোর্ট প্রদান,

ঠ. ওয়ার্ড সভা, ক্ষেত্রবিশেষে, বিশেষ সভা আহ্বানের জন্য পরিষদকে অনুরোধ করা।

৪৭. প্রশ্ন: পরিষদের তহবিল কীভাবে গঠিত হয় ?

উত্তর: প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকবে উক্ত তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস থেকে অর্থ জমা হবে:

- সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জুরি,
- নির্ধারিত সকল স্থানীয় উৎস্য হতে আয়,
- অন্যকোন পরিষদ বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জরি,
- সরকার কর্তৃক মঞ্জরিকৃত ঋণসমূহ (যদি থাকে),
- পরিষদের উপর ন্যস্ত বা পরিচালিত বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ঔষধালয়, ভবন, প্রতিষ্ঠান বা পূর্ত হতে প্রাপ্ত সকল আয় বা মুনাফা
- কোনো ট্রাস্টের নিকট থেকে অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ,

- আইনের বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত জরিমানা ও অর্থদণ্ডের অর্থ, এবং
- আইন কার্যকর হওয়ার কালে পরিষদের এখতিয়ারে উদ্বৃত্ত তহবিল।

৪৮. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎসগুলো কী কী ?

উত্তর: ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎসসমূহ নিম্নরূপ:

- **সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান:** কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা, উন্নয়ন খাতে অনুদান, ঘাটতি বাজেট অনুদান, থোক বরাদ্দ, প্রকল্প সাহায্য অনুদান, পল্লি পূর্ত কর্মসূচি অনুদান ইত্যাদি
- **স্থানীয় উৎস:** ৬ টি বিষয়ের উপর কর, রেট বা ফি যা সরাসরি জনগণের উপর আরোপ করা হয়। এগুলো হচ্ছে: ঘর বাড়ির উপর কর, পেশা, বৃত্তি ও ব্যবসার উপর কর, বিনোদন ও আপ্যায়নের উপর কর, লাইসেন্স ও পারমিট ফি, হাটবাজার বা ফেরি থেকে ফি বা লিজ মানি, জলমহল থেকে লিজ মানি, স্থায়ী সম্পত্তির হস্তান্তর থেকে শতকরা ১ ভাগ কর ইত্যাদি
- **অন্যান্য উৎস:** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চাঁদা, সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত মুনাফা বা ভাড়া, ট্রাস্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য উৎস লব্ধ আয়।

৪৯. প্রশ্ন: পরিষদের কোন ব্যয় দায়মুক্ত ব্যয় ?

উত্তর: গরিবদের নিম্ন বর্ণিত ব্যয় দায়মুক্ত:

- পরিষদের চাকরিতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বেতন ও ভাতা হিসেবে প্রদেয় সমুদয় অর্থ,
- সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা, হিসাব নিরীক্ষা বা সময়ান্তরে সরকারের নির্দেশক্রমে অন্য কোনো বিষয়ের জন্য পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় অর্থ,
- কোনো আদলত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে কোনো প্রদত্ত রায়, ডিক্রি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, এবং
- সরকার কর্তৃক দায়মুক্ত ঘোষিত অন্য যেকোনো ব্যয়।

৫০. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য প্রাপ্ত উৎস থেকে আয় বলতে কি বুঝানো হয়েছে ?

উত্তর: ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন উৎস হতে আয় নিম্নরূপ:

- নির্ধারিত পদ্ধতি আরোপিত ইমারত/ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর বা ইউনিয়ন রেট,
- পাকা ইমারতের সর্বমোট আয়তনের প্রতি বর্গফুটের উপর নির্ধারিত হারে ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি,
- পেশা, ব্যবসা এবং বৃত্তির (কলিং) উপর কর,
- সিনেমা, ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ এবং চিত্ত বিনোদনের উপর কর,
- ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের উপর ফি,
- ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে নির্ধারিত হাট, বাজার এবং ফেরিঘাট হইতে ফি (লীজ মানি),
- ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে হস্তান্তরিত জলমহালের সরকার নির্ধারিত অংশ,
- স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর কর বাবদ আয়ের অংশ,
- বিজ্ঞাপনের উপর কর, এবং

- ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ - এর অধীনে অন্য যেকোনো কর।

৫১. প্রশ্ন: বাজেট প্রণয়ন বিধি কী ?

উত্তর: বাজেট প্রণয়ন হচ্ছে:

- আর্থিক বছর শুরু হওয়ার আগে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আয় ব্যয়ের হিসাব তৈরি করে পরিষদের বিশেষ সভার অনুমোদন গ্রহণ এবং তা জেলা প্রশাসকের নিকট পাঠাতে হবে,
- জেলা প্রশাসক ৩০ দিনের মধ্যে তা সংশোধন করতে পারেন। যদি না করেন তাহলে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদিত বাজেট হিসেবে গণ্য হবে, এবং
- অর্থবছর শেষ হওয়ার আগে প্রয়োজনে পরিষদ বাজেট সংশোধন করতে পারে।

৫২. প্রশ্ন: পরিষদ কি প্রতি বছর বার্ষিক, আর্থিক এবং প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ?

উত্তর: পরিষদ প্রতি বছর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে বার্ষিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং পরবর্তী বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করবে। পরিষদের সচিব, চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং পরিষদের সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদন নিবে এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে এটি ডেপুটি কমিশনার হয়ে সরকারের নিকট পৌছাবে। সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে।

৫৩. প্রশ্ন: প্রতিবেদন প্রকাশ না করলে কি হবে ?

উত্তর: প্রতিবেদন প্রকাশ না করলে সরকার পরিষদের অনুকূলে অনুদান প্রদান স্থগিত করতে পারবে।

৫৪. প্রশ্ন: ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সেবা এবং ফির তালিকা কী কী ?

উত্তর:

সেবাসমূহ	ফি/নির্ধারিত মূল্য	সুবিধাভোগী
জন্ম নিবন্ধন	অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের জন্য বিনামূল্যে	সকল নাগরিক
	১৮ বছরের বেশি হলে ৫০ টাকা	
	নিবন্ধন সনদ: বাংলা ২০টাকা, ইংরেজি ৫০ টাকা	
নিবন্ধনের তথ্য সংশোধন	১০ টাকা	
মৃত্যু নিবন্ধন	বিনামূল্যে	
ওয়ারিশনামা সনদ	বিনামূল্যে	
ভূমিহীনতার সনদ	বিনামূল্যে	
নাগরিকত্ব সনদ	বিনামূল্যে	
হাউজ ট্যাক্স (বসত বাড়ির উপর ট্যাক্স - বাৎসরিক আয়/	১০ - ১,০০০ টাকা	

সম্পদ মূল্যের ৭.৫%)		
ব্যবসা/বাণিজ্যের উপর কর (বাৎসরিক আয়/ সম্পদ মূল্যের ৭.৫%)	২,০০০ - ১০,০০০ টাকা	প্রযোজ্য অনুসারে
সালিশের আবেদন	২-৪ টাকা	সকল নাগরিক
ট্রেড লাইসেন্স	১০০- ৫০০ টাকা	
ভিজিডি কার্ড	বিনামূল্যে	বিধবা/স্বামী পরিত্যক্ত/স্বামী অসুস্থ/পঙ্গু
ভিজিএফ কার্ড	বিনামূল্যে	ইউনিয়নের দুস্থ নাগরিক
বয়স্ক ভাতা	বিনামূল্যে	৬৫+ বয়স্ক নাগরিক
প্রতিবন্ধী ভাতা	বিনামূল্যে	প্রতিবন্ধী জনগণ (শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রাধান্য প্রদান)
বিধবা ভাতা	বিনামূল্যে	বিধবা নারী
মাতৃত্বকালীন ভাতা	বিনামূল্যে	দরিদ্র নারী

৫৫. প্রশ্ন: বিভিন্ন ত্রাণ বা ভাতার পরিমাণ কত টাকা ?

উত্তর:

ত্রান বা ভাতার নাম	পরিমাণ
ভিজিডি	৩০কেজি চাউল/গম
ভিজিএফ	১০ কেজি চাউল
বয়স্ক ভাতা	৩০০ টাকা
বিধবা ভাতা	৩০০ টাকা
প্রতিবন্ধী ভাতা	৩০০ টাকা
মাতৃত্বকালীন ভাতা	৩৫০ টাকা

তথ্যসূত্র:

- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১০, বাংলাদেশ গেজেট, অক্টেবর ১২, ২০১০
- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ রূপান্তর, আগস্ট ২০১০
- ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ সহায়িকা, ইউনিয়ন পরিষদ গণতন্ত্রায়ন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বিইউপিএফ ও ডেমক্রেসিওয়াচ, ২০০৫
- ইউনিয়ন পরিষদ ও জনপ্রতিনিধিদের নাগরিক দায়িত্ব , রফিকুল ইসলাম খোকন ও রতন সরকার, রূপান্তর, খুলনা, ২০০৩
- ইউনিয়ন পরিষদ সুশাসন বিধিমালা, সমতা, ইকবাল রোড ঢাকা, ২০০৬